মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd October, 2019

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

October, 2019 Volume-V, Issue-VIII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

সমাজ সচেতনতার স্পর্শে শারদ অর্ঘ্য

প্রাক্ পুজো প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সেরাম শারদবরণ ২০১৯-এর ট্রফির শুভ উদ্বোধন করছেন বিশিষ্ট অতিথি শীতনাথ গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল ব্যানার্জি, আমার ১০৬.২ এফ. এম-এর কর্মকর্তা প্রসুন মজুমদার, সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ছবি: সেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-অদ্ভুত পূর্ব। সমাজসচেতনতার সঙ্গে শারদ অর্ঘের একটা পরিশীলিত মিশেল। দেশের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উৎসব দুর্গাপুজা। প্রাণোচ্ছ্বল এই উৎসবের আবহকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও দশের হিতে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সেরাম শারদ বরণ ২০১৯, শহরের বহু প্রতিষ্ঠিত একটি শারদানুষ্ঠান। ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এবার প্রাক্ পুজা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হল মহা সমারোহে। সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে 'সেরাম শারদবরণ ২০১৯'-এর ট্রফির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, বিশিষ্ট অতিথি শীতনাথ গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী ও মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি, মৃদুল ব্যানার্জি, বিশিষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষক। সেরাম শারদবরণ-২০১৯-এর স্পনসরদের মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রেডিও পার্টনার হিসেবে আমার ১০৬.২ এফ. এম-এর প্রসুন মজুমদার, কলকাতা টিভি পার্টনার হিসেবে কলকাতা টিভির সঞ্জয় ভদ্র। প্রিন্ট পার্টনার আজকাল-এর কাকলি চক্রবর্তী, ডিজিটাল পার্টনার টাচ ইম্প্যাক্টের দেবারতি ভট্টাচার্য ও রাজু অ্যাড-এর শেখ নাজিবুর রহমান, ফুড পার্টনার হিসেবে সুতানুটি দ্য স্টাটি কিচেনের পার্থ প্রতিম চ্যাটার্জি। সেরাম শারদ বরণ ২০১৯-এর সঙ্গে এবার উপরি পাওনা হিসেবে ছিল এই প্রাক্ পুজা প্রতিযোগিতা 'ভবিষ্যতের প্রাণ, জল বাঁচান।' এই শিরোনামকে সামনে রেখে শহরের পুজা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ১০ শব্দের মধ্যে একটি স্লোগান ও লোগো জমা নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দশটি পুজা সংগঠককে পুরস্কৃত করা হয়, সেরা লোগো ও স্লোগানের জন্য। প্রথম তিনজনকে নগদ কুড়ি হাজার টাকা, মেমেন্টো ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। বাকি সাতজন উদ্যোক্তাদের হাতে মেমেন্টো ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। পুজা সংগঠকদের পক্ষ থেকে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। জলের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংরক্ষণ নিয়ে পুজা উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে ব্যাপক সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে, সে বিষয়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'জল সংরক্ষণ নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে যে সাড়া পেয়েছি, তাতে আমরা অভিভূত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেরাম শারদবরণ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি আরও গুরুত্ব পেল পুজো উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতায়।'

সেরাম শারদবরণ প্রতিযোগিতার জনশ্রুতি তার প্রত্যেকটি অভিঘাতে। কলকাতাকে পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম এছাড়া সল্টলেক ও শহর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই প্রতিযোগিতার ব্যাপ্তি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চারটি পৃথক বিষয়কে ভিত্তি করে এলাকাভিত্তিক সেরাম শারদবরণ-এর পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিষয়গুলি হল সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজা এবং সেরা সমাজবন্ধু। মোট পুরস্কারের সংখ্যা ২০টি। প্রাক্পুজো প্রতিযোগিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

এরপর ২-এর পাতায়

মস্তিষ্কের চিকিৎসায় স্মার্টফোনের কেরামতি

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোরিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি স্মার্টফোনের সাহায্যে মেডিকেল কীটকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা নিয়ে একটি যন্ত্রের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। যা বহুবিধ মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অসুখের যেমন পারকিনসন্স, আলজাইমার, নেশা গ্রস্ততা, ব্যথা-বেদনা, অবসাদ ইত্যাদির হদিশ দ্রুত নির্ধারণে সাহায্য করবে।

কম তেজস্ক্রিয় কিন্তু অতি শক্তিশালী ব্লু টুথ এবং ছবিতে প্রদর্শিত ড্রাগ কার্টিজ (ওষুধ পরিবাহী আধার) ও তৎসহ রশ্মির সাহায্যে আক্রান্ত নিউরনগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও এবং তার সঠিক কেন্দ্রীভূত চিকিৎসা সম্ভব

এবং তা দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুসরণীয়। প্রবন্ধে কর্মরত বিজ্ঞানী Raja Zi-র মতে, তারবিহীন এই নিউরাল যন্ত্রটি জটিল রাসায়নিক ও অপটিক্যাল মডিউলেশনের সাহায্যে চিকিৎসার এমন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে যা আগে কখনও সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেছেন, এই পদ্ধতিটি প্রথাগত ব্রেন নিউরো-লজির (মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রীয়) যে চিকিৎসা, যাতে ধাতব নল এবং অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আক্রান্ত অঞ্চলে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হত, তার আমূল ও উপযোগী পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে।

এক পলকে দেশ

সবে শুরু

রাঁচি-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে 'ট্রেলার' বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'ছবি এখনও বাকি রয়েছে।'

স্পিড নেই

রায়গঞ্জ-রায়গঞ্জের বাসিন্দা তুহিন চন্দ ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি স্পিড পোস্টের মাধ্যমে যে জিনিসটি পাঠিয়েছিলেন প্রাপক তা পেয়েছেন ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ। স্পিড পোস্টের স্পিড দেখে ঘাবড়ে গেছেন তুহিনবাবু।

বিশেষ আদালত

নয়াদিল্লি-মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য দেশে মোট ১০২৩টি বিশেষ আদালত তৈরির প্রস্তাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

নতুন প্রস্তাব

নয়াদিল্লি-এক দেশ, এক কার্ড, এক দল, এক ভাষা। এই প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আধার, প্যান, ভোটার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-সব থাকবে একটি কার্ডে।

দাদাসাহেব ফালকে

নয়াদিল্লি-দুই প্রজন্মকে সমান তালে ভারতীয় সিনেমায় আনন্দ দিয়ে আসছেন বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। এবছর দাদাসাহেব পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি।

অযোধ্যা নিয়ে

নয়াদিল্লি-নভেম্বরের মধ্যে অযোধ্যার বিতর্কিত রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ জমি বিতর্কের মামলার রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট। প্রয়োজনে শুনানির সময় বাড়াতে পারে।

জেঠ মালানির প্রয়াণ

নয়াদিল্লি-নিজের বাসভবনে প্রয়াত হলেন 'গড ফাদার অফ ক্রিমিনাল ল' রাম জেঠ মালানি। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যসভার প্রবীণতম সদস্য ছিলেন তিনি।

শারদীয়া ক্রোড়পত্র সহ এবারের 'সুমধ্যমা' ১০ পাতার।

এক পলকে রাজ্য

ঢেলে দেবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ নতুন বছরের শুরু থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। 'এই সরকারকে যত দেবেন, সরকারও আপনাদের তত ঢেলে দেবে' বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কোনও খবর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধানের হদিশ পাচ্ছে না সি বি আই। এখবর লেখা পর্যন্ত সি বি আই হন্যে হয়ে খুঁজছে তাঁকে।

জোরালো প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-এই রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তৈরি নিয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রাণ থাকতে এন আর সি' নয়।

মহিলা র‍্যাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি-পূর্ণাঙ্গ মহিলা র‍্যাফ তৈরির সিদ্ধান্ত নিল লালবাজার। চলতি মাসের মধ্যেই এক 'কোম্পানি' মহিলা র‍্যাফ তৈরির কাজ শুরু হবে। এরা ডিসি-র নেতৃত্বে কাজ করবেন।

অভিযোগ বাক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি-চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টর্স ফোরাম আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্য স্বাস্থ্যভবনে 'অভিযোগ বাক্স' রাখার দাবি জানালো।

তর্পন নিয়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি-রামনবমী, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা তো আছেই। এবার কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে মহালয়ার দিন তর্পন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জে পি নাড্ডা। বঙ্গ রাজনীতির নতুন সংস্করণ।

পুজোয় নতুন বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবার পুজোয় অতিরিক্ত ১৬০০ বাস চালাবে রাজ্য পরিবহন দপ্তর। প্যান্ডেলে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী।

এখানে - ওখানে

জাগৃতি সংঘে সচেতনতা শিবির

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং উদ্যোক্তা সংগঠনের কতিপয় কর্মকর্তা। ছবি : দেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- ব্যারাকপুর জাগৃতি সংঘের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। একই দিনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের বন্দোবস্ত করেছিল জাগৃতি সংঘ। থ্যালাসেমিয়ার ওপর শিবিরে মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে থ্যালাসেমিয়া রোধে কর্মসূচী গ্রহণ করে কাজ শুরু করা উচিত। এই মারণরোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আসল কাজ, যে কাজটা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ১৪ বছর ধরে নিবিড়ভাবে করে আসছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাগৃতি সংঘের সভাপতি জগন্নাথ সাধুখাঁন, সম্পাদক সুশীল বোস এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিরন্ময় মল্লিকসহ আরও অনেকে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য কানাইকুমার মন্ডল, অদিতি মন্ডল, এস এস চন্দ ও অমল বোসসহ অন্যান্যরা।

গরিফায় সচেতনতা শিবির

স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। ছবি : দেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-গরিফা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্কুলের পরিচালন কমিটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য এবং কুইজ পরিচালনা করেন স্বয়ং সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, স্কুলের গণ্ডি থেকেই থ্যালাসেমিয়া রোধে সচেতনতা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। এই সচেতনতার কাজটি বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চালিয়ে আসছে। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষার কাজটি শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করলে তার প্রভাব সমাজের ওপর পড়ে। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্রছাত্রীরা।

সমাজ সচেতনতার স্পর্শে শারদ অর্ঘ্য

প্রথম পাতার পর

এবং সেরাম শারদবরণ-এর বিষয়ের বিষয়গুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি আপাদমস্তক সামাজিক সমস্যা নিরসনে নিরন্তর প্রয়াস চালানোর চাবিকাঠি। উৎসবের বহতা ধারার মধ্যে দিয়েই থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন জনগণের হৃদয়ে সেই ধারাকেই বহিয়ে দিতে চায়।

শ'দেড়েকেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল প্রাক্‌পুজো প্রতিযোগিতায়। তারই মধ্যে থেকে প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নামগুলো হল তালতলা চিলড্রেন্স পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, তেরবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ, ইচ্ছাপুর শিবাজী সংঘ, ব্রহ্মপুর বোড়াল সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বড়িশা জনপ্রিয় সংঘ, জয়শ্রী সার্বজনীন, দুর্গোৎসব সমিতি, নবদম তরুণদল, পাতিপুকুর সরকারি আবাস শারদ উৎসব কমিটি ও দর্জিপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই শুরু হয়ে যায় সেরাম শারদবরণ ২০১৯-এর নাম নথিভুক্তকরণের কাজ। প্রথম দিনে পুজো উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ভাল সাড়া মিলেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনেরা সকলেই এই প্রাক্‌পুজো প্রতিযোগিতার দিককে কুর্নিশ জানান।

দেবীপক্ষে অন্য দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-সমাজের সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধিতেও এগিয়ে রয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রতি বছরের মত এবারেও দেবীপক্ষের সূচনায় অর্থাৎ মহালয়ার দিনে সংগঠনের উদ্যোগে শহরের পাঁচটি জায়গায় আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে জীবন্ত অন্নপূর্ণারা হাজির হবেন গণদেবতাদের দ্বারে বাসমতি চাল, সোনামুগ ডাল, ঘি, তেল, নুন প্রভৃতি নিয়ে। এই খাদ্যসামগ্রীর একটি প্যাকেট তুলে দেওয়া হবে প্রতিটি গণদেবতার হাতে। অনুষ্ঠানের সূচনা হবে শীলস গার্ডেনে দ্য ওয়েজের আঙ্গিনায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে বাগবাজারে মা সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তৃতীয় পর্যায়ে সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ভূপেন বোস এভিনিউতে, চতুর্থ পর্যায়ে চলাচল ক্লাবে এবং শেষ অনুষ্ঠানটি হবে কানাইধর লেনের অল মাই ফ্রেন্ডস-এর উদ্যোগে।

বিধান সরণীতে সেরাম-এর প্রধান দপ্তরে বিশ্বকর্মা পুজো। ছবি : দেবাশীষ দাস

বেনিয়াটোলা লেনে রক্তদান উৎসব

স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সঞ্জীব আচার্য। ছবি : দেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেনিয়াটোলা লেন সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিশাল স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এই রক্তদান উৎসবটি পরিচালনা করেন মিত্রম নামে একটি সংস্থা। উৎসবের প্রারম্ভে রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

প্রেস ক্লাবে প্রাক্‌পুজো প্রতিযোগিতার পুরস্কার হাতে বড়িশা জনপ্রিয় সংঘের সদস্যরা।
ছবি : দেবাশীষ দাস

কারও নজর লাগতে পারে...

অলকের চূড়ায় পূর্ণিমার চাঁদ

হিউস্টনে সভা

হিউস্টন-ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিউস্টনে সভা করে দেখিয়ে দিলেন আমেরিকার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কতটা গভীর। এই সভা নিয়ে চিন্তায় চিন ও পাকিস্তান।

আটকে পোপ

ভ্যাটিকান সিটি-লিফটে আটকে ছিলেন প্রায় ২৫ মিনিট। ফলে ভ্যাটিকান সিটি-র সেন্ট পিটার'স স্কোয়ারের প্রার্থনায় দেরি করে পৌঁছালেন পোপ ফ্রান্সিস।

আজহারের মুক্তি

ইসলামাবাদ-পুলওয়ামা হামলার পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে 'জৈশ-ই মহম্মদ' প্রধান মাসুদ আজহার সহ একাধিক জঙ্গি নেতাকে আটক করেছিল পাকিস্তান। সম্প্রতি তাঁকে মুক্তি দিয়েছে পাকিস্তান। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিকল্পনা করার জন্যই আজহারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

দামী যমজ

বার্লিন-বার্লিন চিড়িয়াখানাতে জায়ান্ট পান্ডা মেং মেং দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেছে। এখনও দুই সদস্যের লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। যমজ বাচ্চাকে ঘিরে চিড়িয়াখানার সবাই খুশী। জায়ান্ট পান্ডাদের ক্ষেত্রে প্রজনন অত্যন্ত জটিল বিষয়। বছরে মাত্র ২৪ ঘন্টা থেকে ৭২ ঘন্টা তারা সন্তান ধারণের পরিস্থিতিতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে জায়ান্ট পান্ডার সংখ্যা মাত্র ১৮০০।

বিক্রমের খোঁজে

নাসা-ভারতের হারানিধি চন্দ্রযান-২ কে খোঁজার জন্য আসরে নেমে পড়লেন নাসার বিজ্ঞানীরা। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নাসার লুনার রিকনাই স্যান্স অরবাইটার চন্দ্রযান-২এর খোঁজ করছে।

চলে গেলেন মুগাবে

হারারে-জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে (৯৫) মারা গেলেন সিঙ্গাপুরের এক হাসপাতালে। মুগাবের মৃতদেহ দেশে নিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। জিম্বাবোয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট এমারসন ম্যাঙ্গাগোয়া তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

তালিবান হুমকি

কাবুল-শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হুমকি দিল তালিবানরা। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে "শান্তি বিরোধী" বলে আখ্যা দিয়েছে তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠী। তাদের মতে, এতে বেশি ক্ষতি হবে আমেরিকার। আলোচনা ঠিক পথে এগোচ্ছিল। হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকের আগে টুইট করে জানান, তালিবান হামলা না থামলে এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যু

টাইগ্রিস নদীতে নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ

ইস্তানবুল-টাইগ্রিস নদীর তীরে ১২ হাজার বছরেরও বেশি বয়স "হাসানকায়েফ" বসত। মেসোপটেমিয়া, বাইজেন্টাইন, আরব সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের থেকেও পুরানো এই বসতি। 'ইলিসু বাঁধ' তৈরির জন্য এই বসতি ধ্বংস করতে আগে চিহ্নিত করে তুরস্ক সরকার। ৮ অক্টোবরের মধ্যে বাসিন্দাদের বিপদ আসন্ন। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাটম্যান শহর থেকে গাড়িতে আধ ঘন্টা গেলে দেখা মেলে হাসানকায়েফের। এখানে রয়েছে অসংখ্য গুহা, গির্জা ও সমাধি। জায়গাটি দেখে মনে হবে, টাইগ্রিস নদীর তীরে এক টুকরো মরূদ্যান। এখানে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এখানে রয়েছে ১৯৯টি বসতিও ৮০ হাজার মানুষের বাস। এখানে বাঁধ হলে এলাকার পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যও নষ্ট হবে বলে জানান পরিবেশবিদরা। এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করলে হাজতবাস অনিবার্য। ফলে নীরবে দেখতে হবে একটি প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যুকে।

ক্ষমা প্রার্থনা জার্মানির

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ওয়ারশ-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিঘাত সহ্য করতে হয়েছে পোল্যান্ডকে। সারা পৃথিবীতে পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ গেছে এই যুদ্ধে। যুদ্ধের ৮০ বছর পেরিয়ে পোল্যান্ডের কাছে ক্ষমা চাইল জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার-স্টাইনমায়ার। ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের উইলান শহরেই প্রথম বোমাটি ফেলে জার্মান বায়ুসেনারা। হলোকাস্টে নিহত হয়েছিলেন ৬০ লাখ ইহুদি। উইলানে এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতারা।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ ডেঙ্গু সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলে ভালো হয় ?

চন্দ্রিমা দাস, সল্টলেক **উঃ** ডেঙ্গু নামটা আমাদের এখানে বেশ ভীতিজনক। গত ক'বছরে এই রোগের প্রকোপ বেশ বেড়েছে। এই রোগ একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ, যা হয় এডিস মশার কামড় থেকে, যা সাধারণত দিনের বেলাতেই কামড়ায়। সংক্রমিত কোনো ব্যক্তিকে মশা কামড়াবার পর সেই মশা যদি অন্য কাউকে কামড়ায় তবে তার রক্তে ওই ভাইরাস চলে যায় এবং ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাস চার রকমের হয় (Serotypes) DNV 1, DNV 2, DNV 3, DNV 4। এদের মধ্যে কোনটি বেশি সাংঘাতিক তা নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও দেখা গেছে যে, DNV 2 ভাইরাসের প্রভাবে রোগের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়।

উপসর্গ— ডেঙ্গু ইনফেকশন তিনপ্রকার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। (১) ডেঙ্গু ফিভার, (২) ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, (৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।

(১) ডেঙ্গু ফিভার— হঠাৎ জ্বর আসে, যা ৩ থেকে ৭ দিন থাকে। তার সঙ্গে থাকে সাংঘাতিক মাথা যন্ত্রণা, বিশেষত চোখের পিছনের দিকে। এছাড়াও থাকে শরীরে যন্ত্রণা, হাঁটু ও গোড়ালি ও কনুইতে যন্ত্রণা, মুখে বিস্বাদ ভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, বমি, ডাইরিয়া প্রভৃতি। হাত ও

পায়ে দাগ, চুলকানি, তীব্র দুর্বলতা ও ক্লান্তি, মুখ ও গলা লাল হয়ে যাওয়া, নাক ও মাড়ি থেকে অল্প রক্তপাত, মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং বেশি হওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

জ্বর কমে যাওয়ার পর কখনও আবার র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।

(২) ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার— একে সিভিয়ার ডেঙ্গুও বলা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং মৃত্যুও হয়। এক্ষেত্রে উপসর্গ অন্যান্য ডেঙ্গুর মতোই। জ্বর হবার ২ থেকে ৫ দিন পরে এর উপসর্গগুলি দেখা যায়। সেগুলি হল, সাংঘাতিক পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, মাড়ি থেকে রক্তপাত, অস্থিরতা, ক্লান্তি, বমিতে রক্ত প্রভৃতি। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তা না হলে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

(৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম— এটি ডেঙ্গুর একটি খুব খারাপ অবস্থা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থা হঠাৎ করেই আসতে পারে এবং দ্রুত তা আরও খারাপের দিকে যায়। এটি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের পরের অবস্থা। এর উপসর্গগুলি হল— জ্বর যা ২ থেকে ৭ দিন থাকে, এবং দুটি পর্যায়ে হতে পারে, রক্তক্ষরণের প্রবণতা, যার ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশের চামড়ায় বেগুনী বা লালচে দাগ দেখা যায়, বমি বা স্টুলের সঙ্গে রক্ত থাকে, রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায়। রক্তচাপ কমে যায় পালস দুর্বল ও দ্রুত হয়।

রোগনির্ণয়— শারীরিক উপসর্গ গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার সঙ্গে করতে হবে রক্ত পরীক্ষা। প্রাথমিক অবস্থায় rRTPCR বা NS1 ANTIGEN (NON STRUCTURAL ANTIGEN1) রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। NS1 ANTIGEN জ্বরের ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। চারদিনের মধ্যে রক্তে IGM অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় (এলাইজা পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়)। এছাড়া আরও রক্ত পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। প্লেটলেট কাউন্ট কমেছে কিনা দেখতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই WBC কাউন্ট কম থাকে। হিমাটোক্রিট-এর মাত্রা দেখা দরকার। লিভার এনজাইমের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সি টি স্ক্যান করার দরকার হতে পারে।

চিকিৎসা— ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। শরীরে যথেষ্ট জলের মাত্রা বজায় রাখা খুবই দরকার। প্রচুর জল পান করতে হবে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে IV Fluid দিতে হবে। এই দুইক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ব্যবহার করতে হবে অন্যকোনো ব্যথার ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তার থেকে সমস্যা হতে পারে। কিছু কিছু জিনিস প্লেটলেটের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যেমন পেঁপে পাতার রস, বেদানা, কমলালেবু, ব্রকোলি, কাঁচা পেঁপে প্রভৃতি খাওয়া দরকার।

প্রতিরোধ— মশা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। জমা জল যাতে না থাকে তা দেখা দরকার। স্প্রে করাও দরকার। মশা যাতে না কামড়ায় mosquito repellents ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও অবধি কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং ডেঙ্গুর মোকাবিলায় খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে। ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সঠিক চিকিৎসা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব।

সম্পাদকীয়

ও চাঁদ

চাঁদ নিয়ে গল্পের ঝুড়ি ভর্তি ছিল। এখন চাঁদ আর গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কল্পলোকের আবরণ সরিয়ে ভারত এখন চাঁদের তথ্য বিশ্লেষণে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি অগ্রণী দেশ। বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ দেশ হিসেবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারত চাঁদের মাটিতে পা রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল। 'নানা ভাষা নানা মত'-এর মত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতে দীর্ণ ভারতের কাছে সমস্তটি একটি বিরল মুহূর্ত। কারণ এই পরিস্থিতিতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসী তাদের বিজ্ঞানীদের জন্য গৌরব বোধ করছেন। অবশ্য চাঁদের থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রযান-২'এর ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর সঙ্গে ইসরোর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু গোটা প্রকল্পটিকে ব্যর্থতা হিসেবে দেখার কোনও যুক্তি নেই। বরং আমরা বিষয়টিকে আমাদের বিজ্ঞানীদের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করব। কারণ প্রমাণ পাওয়া গেছে 'বিক্রম' চাঁদের মাটিতেই রয়েছে। বিজ্ঞান সুখ, দুঃখ, সাফল্য, ব্যর্থতা-সবই নির্মোহ, নিরাসক্ত যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করে। আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিদ্রূপ, আশঙ্কা, সান্ত্বনা, কেঁদে ফেলা, আলিঙ্গন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি অনুষঙ্গ সরিয়ে রাখলে দ্বিতীয় চন্দ্রযান প্রকল্পের যা হাতে পড়ে থাকে তার নাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রাই এই চন্দ্রযান অভিযানের প্রকৃত নায়ক। চন্দ্রযান-২ এর 'অর্বিটার' অংশটি পুরোপুরি কাজ করে চলেছে। কক্ষপথ থেকে চাঁদের প্রয়োজনীয় ছবি পাঠাচ্ছে। সর্বোপরি দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদেরও প্রকৃত প্রশংসা অর্জন করেছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-২ এর সফর আরও বেশি কৃতিত্বের দাবি রাখে কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারেনি। মঙ্গল অভিযানের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ছিল এই অভিযান। প্রায় ৫৯ বছর আগে কেরালার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের গীর্জায় ইসরোর প্রথম অফিস স্থাপন হয়। সেই-ইসরো আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে বলেই চন্দ্রযান-২ অভিযান নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় বিরল কর্মকাণ্ড।

সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে গোটা বিশ্বে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদের জমি বড়ই লোভনীয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ১০৯ বার চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়েছে বিশ্বের নানা দেশ। এর মধ্যে ৬১টি চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে। আগে প্রতিযোগিতায় ছিল দুটি দেশ এখন চাঁদ ধরার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে বেশ কিছু দেশ। এবছরেই চন্দ্রাভিযানের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে। ভারতের এবারকার মিশনটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়। এর একটি ইতিবাচক দিক এতে ইসরোর একক প্রচেষ্টা আরও গতিশীল হয়েছে। ইসরোর কর্মকাণ্ড দেখে 'নাসা'ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। চাঁদ নিয়ে বিভিন্ন দেশের এই প্রতিযোগিতার আবহে ভারতের চন্দ্রযান-২-এর অভিযান ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের থেকে আসা এই সাফল্য বার্তাতে যাতে আমাদের আত্মসন্তুষ্টি পেয়ে না যায়। চন্দ্রযান-২-এর পরিপ্রেক্ষিতে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর ইসরো যে এই কাজ করতে সক্ষম, সে বিষয়ে দেশের আপামর মানুষের আস্থা অটুট রয়েছে, ছিল ও থাকবে।

জ্ঞান

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তি

যখনই একটা বড় পরিবর্তন হয় অর্থাৎ পরিবর্তন একটা বিশেষ লাইন ধরে চলতে চায়, তখনই সেই বিন্দুটা অর্থাৎ যে বিন্দুটা থেকে সেই নোতুন লাইনটা, নোতুন পদ্ধতিটা শুরু হচ্ছে ব্যতিক্রমটা সেইখানে এসে পড়ে। পরে দেখা যায় ওই ব্যতিক্রমটা যদি না আসত তাহলে অসুবিধা হ'ত। আবার ক্ষেত্রেও তাই হয়। এই যে ব্যতিক্রমগুলো, এগুলোকে ভুল বলতে পারি না। এমনটি হওয়ারই দরকার ছিল। আমরা আমাদের সমাজজীবনে এমন অনেক কিছু দেখি যা গোড়াতে কেউ কোন মানুষ ভুল করে বা যোগ্যতার অভাবে বা অন্য কোন কারণে করে ফেলেছিল। পরে সেইটা ধরেই একটা লাইন চলল। আরও পরে দেখা গেল, সেই লাইনটা ধরেই এগোতে এগোতে, এগিয়ে যেতে যেতে মানব মনীষার একটা উৎস খুলে গেল। চলার পথের অন্যতম পাথেয় হচ্ছে এই ব্যতিক্রম। আমরা যেন এই ব্যতিক্রমটাকে তুচ্ছ বলে মনে না করি। সব রাজার ছেলেই ভাল খেত, ভাল পরত, ঘুরে ঘুরে বেড়াত ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু হঠাৎ একটা রাজার ছেলের মনে হ'ল রাস্তার পাশে মানুষদের এই যে এত দুঃখ-কষ্ট রয়েছে, এদের এই দুঃখটা কেন? এর কারণ কী? আমাকে খোঁজ নিতে হবে, আমাকে ভেতরে যেতে হবে। আমাকে রাজ-সিংহাসন ছেড়ে নেমে পড়তে হবে ধূলির ধরণীতে। দেখতে হবে কী ব্যাপার। এই একটা ব্যতিক্রম একটা রাজপুত্রের মনে হল। যার ফলে, বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়ে গেল।

অন্নদাশঙ্কর রায় — কেউ বা তোলে পদের মায়ায়, কেউ বা তোলে রাজক্ষমতায়। এই কথাটি জেনো খাঁটি, বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে। পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

মাসতামামি

১ অক্টোবর — ভারতে ডাকটিকিট চালু হল ১৮৫৪।
গণ প্রজাতন্ত্র হল চিন ১৯৪৯।
শচীন দেব বর্মনের জন্ম ১৯০৬।

২ অক্টোবর — কলকাতায় জিপিও চালু হল-১৮৬৮।
নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯।
মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ১৮৬৯।

৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকৃতি দিবস।
ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তার ১৯৭৭।
মহীশূর দখল করল ব্রিটিশ সেনা ১৮৩১।

৪ অক্টোবর — রাশিয়ার প্রথম উপগ্রহ মহাকাশে গেল ১৯৫৭।
তুষার কান্তি ঘোষের জন্ম ১৮৯৮।

৫ অক্টোবর — কলকাতায় ঝড়ে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪।

৬ অক্টোবর — বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩।
চিনের প্রেসিডেন্ট হলেন চিয়াং কাইশেক ১৯২৮।
ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনত সিদ্ধ হল ১৮৬০।

৭ অক্টোবর — জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ১৯৪৯।
রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণান ২০০৯।

৮ অক্টোবর — 'রয়েল ইন্ডিয়া এয়ারফোর্স' গঠন ১৯৩২।
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের জন্ম ১৮৬২।

৯ অক্টোবর — চে গুয়েভারাকে হত্যা ১৯৬৭।
ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট গৃহীত হল ১৯৩১।
আন্তর্জাতিক টেলিফোন পরিষেবা চালু ১৯৭৬।

১০ অক্টোবর — কলকাতা দখলের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভের যাত্রা শুরু ১৭৫৬।
নোবেল শান্তি পুরস্কার যৌথভাবে পেলেন কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই ২০১৪।

১১ অক্টোবর — জয় প্রকাশ নারায়ণের জন্ম ১৯০২।
ইন্দো-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর ২০০৮।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ইউনাইটেড ন্যাশনস ১৯৭১।

১২ অক্টোবর — আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২।
সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪।
পারভেজ মোশারফকে সরিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন নওয়াজ শরিফ ১৯৯১।

১৩ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ ১৯১১।
পুনরায় চালু হল স্টার থিয়েটার ২০০৪।
সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭।

১৪ অক্টোবর — সম্পত্তি কর চালু হল ১৯৫৩।
অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অমর্ত্য সেন ১৯৯৮।

১৫ অক্টোবর — প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করল চিন ১৯৬৪।
ব্রিটেনের রাজা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রুপি এবং পয়সা বানাবার অনুমতি দিল ১৬৭৬।
চিন মহাকাশে প্রথম নভশ্চর পাঠালো ২০০৩।

১৬ অক্টোবর — চিনে লং মার্চ শুরু ১৯৩৪।
মেডিসিনে নোবেল পেলেন হরগোবিন্দ খুরানা ১৯৬৮।

১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক গরিব দিবস।
খিলাফৎ দিবস ১৯১৯।

১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভিনন্দন ১৯৯১।
প্যারিস কমিউন ব্যর্থ হল ১৮৭১।

১৯ অক্টোবর — কলকাতায় প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্ম ১৯৮৬।
শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন কবিগুরু ১৮৮৬।

২০ অক্টোবর — কিউবাতে রপ্তানি বন্ধ করল আমেরিকা ১৯৬০।
আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৫৯।

২১ অক্টোবর — আজাদ হিন্দ ফৌজ সরকার স্থাপন করলেন নেতাজি ১৯৪৩।
তেলেঙ্গানার আন্দোলন প্রত্যাহার ১৯৫১।

২২ অক্টোবর — বাংলা ও বিহারের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবি শাসন রদ করার প্রচেষ্টা শুরু ১৭৬৪।

২৩ অক্টোবর — ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩।
কবি সামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯।

২৪ অক্টোবর — ইউ এন ও-র প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫।
কলকাতা ও ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু ১৮৫১।
প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩।

২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে জাতীয় কমিটি গঠন ১৯৭১।

২৬ অক্টোবর — চিনে লংমার্চ শুরু ১৯৩৬।
গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কমিটি গঠন ১৯৩৭।
ইউ এন ও সদস্যপদ পেল চিন ১৯৭১।

২৭ অক্টোবর — জেলে অনশনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু ১৯২৯।
কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে রাজা হরি সিং-এর চুক্তিতে স্বাক্ষর ১৯৪৭।
নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১০।

২৮ অক্টোবর — আয়ারল্যান্ডে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭।
কিউবা থেকে সোভিয়েত মিসাইল সরিয়ে নিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ ১৯৬২।

২৯ অক্টোবর — অটোমানের শাসন শেষে তুর্কিস্থানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ১৯২৩।

৩০ অক্টোবর — হোমি জে ভাবার জন্ম ১৯০৯।
লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭।

৩১ অক্টোবর — ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪।
জন কীটসের জন্ম ১৭৯৫।
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম ১৮৭৫।

ঔদ্ধত্যের পরিণাম ভয়ংকর

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

রাজনৈতিক বাড়বাড়ন্তের একটা ফল রয়েছে। স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করলে তার একটা বিষময় বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংকর। একবিংশ শতাব্দীর পলিটিক্স নিয়ে আমাদের মনীষীদের খুব একটা ভাবনা ছিল না। এদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটু ব্যতিক্রম। কবির মনে হয়েছিল, 'প্রথমে যাহা সানুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার বুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে, ভিক্ষুকরা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে তাহা করিয়াছে...." এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন। সম্প্রতি দুটি ঘটনা ভীষণ নজর কেড়েছে। একটি সুদূর ব্রাজিলের ঘটনা, অন্যটি আমাদের রাজ্যে ডায়মন্ডহারবারের। রাজ্যের ঘটনাটি স্থানীয় মিডিয়াতে খুব একটা কল্কে পায়নি। অথচ ব্রাজিলের ঘটনাটি বিশ্বজুড়ে দু'সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন মিডিয়াতে গুরুত্ব নিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। এই দুটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কবির ভাষায় যা 'উদ্ধত স্পর্ধা'। বিজ্ঞানের ফলিত বিষয়গুলো এবং পরিবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে, সর্বোপরি এই সুন্দর পৃথিবী এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তোয়াক্কা না করে যা খুশি করার অধিকার জন্মায় একমাত্র রাজনৈতিক স্পর্ধা থেকেই। বিশ্বের বহু জায়গায় এই স্পর্ধার নজির রয়েছে।

ব্রাজিলের অধীন আমাজন রেন ফরেস্ট আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুড়ছে বা বলা যেতে পারে পোড়ানো হচ্ছে। প্রতি মিনিটে প্রায় দু'খানা ফুটবল মাঠের সমান জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগুন সমানে জ্বলেই চলেছে। যদিও ফি বছরই আমাজনে দাবানলের ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু এবছরটা ব্যতিক্রম। সন্দেহটা এখানেই। বছরের শুরুতেই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হন বোলসোনারো। চেয়ারে বসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, পৃথিবীর ফুসফুস নামে পরিচিত রেনফরেস্ট কেটে নতুন ব্রাজিল তৈরি করা হবে। এই বিষয়ে, বোলসোনারো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গেও কথা বলেন। এই দু'জন রাষ্ট্রনায়কই প্রবল পরিবেশ বিরোধী বলে জনশ্রুতি রয়েছে। মানুষের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে বলে এরা মনে করেন না। সেকারণে পৃথিবীর বৃহত্তম জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে কিনা, সাও-পাওলোর শহর কালো ধোঁয়াতে ঢেকে গেলে অক্সিজেনের ভাড়ারে টান পড়বে কিনা, এই উন্নয়নের যুগে জলবায়ুর এই সমস্যা কোন ঘটনাকে কতটা প্রভাবিত করবে, তা নিয়ে এই রাষ্ট্রনেতাদের বিশেষ হেলদোল নেই। বরং ভাবটা এমন, যা করেছি, বেশ করেছি।

এবার ডায়মন্ডহারবারের ঘটনা দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। এখানে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে, ব্রিটিশ আমলের বাঁধের সবটাই তছনছ হয়েছে। ১১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক, এটা হুগলী নদীর বাঁধেরও কাজ করে। তার গায়ে যে বোল্ডারের মোটা আস্তরণ ছিল তা সরিয়ে আরও প্রায় ৩০ ফুট জমি নদীর পাড় থেকে নিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল আকর্ষণ ছিল একটি 'ঝুলন্ত বাগান' নির্মাণ। ওই বাগান তৈরির সময় জাতীয় সড়কের একাংশ ভেঙে পড়ে। অনির্দিষ্টকালের জন্য কলকাতা থেকে দক্ষিণে যাওয়ার মূল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সাধারণ মানুষকে। ডায়মন্ডহারবারের মানুষ রাতে ঘুমোতে যাচ্ছেন একরাশ বিপদ মাথায় নিয়ে। যদি বাঁধটা পুরো ভেঙে গিয়ে এলাকার পর এলাকা ভাসিয়ে দেয়। প্রশাসনের তরফে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হলেও বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সাধারণ মানুষের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন নি। নদীবাঁধ এবং সেই বাঁধকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ব্রিটিশরা করেছিল। ডায়মন্ডহারবারে যাওয়ার রাস্তা একারণেই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনার এটাই ছিল প্রাপ্য। কারণ বোল্ডার সরিয়ে নেওয়াতে জোয়ারের সময় বাঁধের তলায় জল ঢুকছে এবং ভাটায় বেশ কিছু মাটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে গোটা বাঁধের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে জোয়ারের জল সবসময় তার দক্ষিণ দিকের অংশে বিপদ সৃষ্টি করে। আর ডায়মন্ডহারবারে নদী একটা বড় বাঁক নিয়েছে। জুন মাসের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের লোকসভায় তথ্যানুসারে জানা গিয়েছে, দেশের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের কাছেই সমুদ্রের জলস্তর সবচেয়ে বেশি বাড়ছে। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পোর্ট ট্রাস্টের আইন, কোস্টাল জোন আইন ও পরিবেশ দপ্তরের আইনকেও বুড়োআঙুল দেখিয়েছে।

সৌন্দর্যায়নের কবলে ১১৯ নং জাতীয় সড়ক।

আমাজনের রেন ফরেস্টে জ্বলছে আগুন।

এমন একটি নরঘাতী প্রকল্প কেন করা হল? জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সাংসদ এই প্রকল্পটি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসন এবং স্থানীয় সাংসদ এই প্রকল্পটি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা অথবা এর ভালো-মন্দ বিচার করা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছিলেন কি? নয়াচরে কেমিক্যাল হাব করার যে পরিকল্পনা পূর্বতন বাম সরকারের ছিল, সেখানে ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। ইচ্ছে হলেই যেখানে সেখানে কিছু করার বাসনাটা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া চাই। তা না হলে ফল ভুগতে হবে। যেমন করে ফল ভুগতে হয়েছিল বাম সরকারকে। ঔদ্ধত্যের পরিণামে উত্তরাখণ্ডে, কেরলে বহু ঘটনা ঘটেছে। পরিবেশকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। সেকারণেই পরিবেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য আমার কাছে নস্যি। আমি-ই শেষ কথা বলেছি, বলছি এবং বলবো।

ভারত কি আর্থিক সংকটে পড়তে চলেছে?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

বর্তমান আর্থিক বছরে FY 20' র প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (GDP) 5% এ নেমে আসার পর থেকেই একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে ভারতে আর্থিক সংকট আসতে পারে। তবে বৃদ্ধির হার আগেই থেকেই নিম্নমুখী। গত অর্থ বছরের (FY 19) শেষ ত্রৈমাসিকে জি. ডি. পি-র বৃদ্ধির হার ৫.৮% হয়েছিল। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠিত শিল্পও এখন বেশ সমস্যায়। অটোমোবাইল শিল্পের দুরাবস্থার খবর সংবাদপত্রে রোজ বের হচ্ছে। সমস্যায় ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট, গহনা শিল্পও তার সংকটের কথা বলে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করল এই কলকাতাতেই। এর আগেই ধুঁকছে টেলি যোগাযোগ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, রিয়াল এস্টেট। প্রায় সব জায়গাতে আশঙ্কার ছাপ। বাদ নেই পরিষেবা ক্ষেত্র। পরিষেবা ক্ষেত্র আগে ছিল সর্বাধিক বৃদ্ধির ক্ষেত্র। এখন তার বৃদ্ধির চাকাতেও আগের মত আর গতি নেই। কৃষিক্ষেত্রের দুরাবস্থা মোদি সরকারের শুরু থেকেই এবং তা চলমান। কেন হল এমন অবস্থা?

সাধারণ মানুষের আয় কমে যাওয়াই দুরাবস্থার কারণ

সাধারণ মানুষের আয় কমে যাওয়া অর্থাৎ তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার শুরু ধরা যেতে পারে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই। বাজপেয়ীর সরকারের শেষের দিক থেকেই ভারতে একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে দেশের জি. ডি. পি বাড়ছে বেশ বড় আকারে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির হার বেশি বাড়ছিল না। এটা আরো তীব্র হল মনমোহন সিংহ -এর সরকারে যখন ভারতের জিডিপির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। অর্থাৎ ঐ সময়ে জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছিল ৭%, ৮%, ৯% বা আরো বেশি হারে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির হার ১% বা ২% হারে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন এই হারের বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না। কিছুদিন পরে দেশে আর্থিক গতি কমে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এখান থেকেই।

এরপর এল ২০০৭-০৮-এর বিশ্ব আর্থিক সংকট। সেই সংকট থেকে দূরে থাকতে ভারত সরকার যে রকম পদক্ষেপ নিলেন তাতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির চেয়েও দেশের জিডিপি বৃদ্ধির দিকেই বেশি নজর দেওয়া হল। ফলে বাড়তে থাকল আর্থিক অসাম্য। এভাবে চলতে চলতে ২০১৬ সালে এসে দেখা যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির হার গ্রামাঞ্চলে ঋণাত্মক এবং শহরাঞ্চলে মোটামুটি শূন্য।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিমাংশু কয়েক দিন আগে বহুল প্রচারিত এক দৈনিক কাগজে লিখেছেন—শহরের এবং গ্রামের মানুষের প্রকৃত (real income) আয়, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৭-১৮ সালে (–) ৪%, শহরে সাধারণ জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি গত ৪ মাসে মাত্র ৪% এবং মুদ্রাস্ফীতি গ্রামাঞ্চলে প্রায় শূন্য শতাংশ। এটা কিন্তু কোনও ভাল কথা নয়, গ্রামের মূল্যবৃদ্ধির হার শূন্য হওয়ার অর্থ মানুষের আয় কমে যাওয়া।

অন্যদিকে আরো একটা সমস্যা হল দেশে সঞ্চয়ের বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া। সঞ্চয় বেশি না হলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণও কম হয়ে যায়। ফলে দেশের আগামীদিনে ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। রেটিং সংস্থা CRISIL-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে ভারতের সামগ্রিক সঞ্চয়ের হার ২০০৮ সালে ছিল জাতীয় আয়ের ৩৭%, সেই হার ২০১৮ সালে নেমে এসেছে ৩২%এ।

নোট বন্দি ও জি এস টি

দেশের আয় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হঠাৎ করে কমে যাওয়া লক্ষ্য করা গেল ২০১৬র নোটবন্দিতে। হঠাৎ করে দেশের ৮৬% নোট বাতিল হওয়ার অর্থ কী হতে পারে প্রথমে অনেকেই বুঝতে পারেনি। মূল ধাক্কা এল অসংগঠিত শিল্পে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তার ওপর এল জি এস টি। এই নতুন কর ব্যবস্থার বিশেষ একটি গুণ হল জটিলতা। এই কর ব্যবস্থায় আসতে বিভিন্ন উন্নত দেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা এমনকী মালয়েশিয়া প্রায় ২ বছর নিয়েছিল। কিন্তু ভারতে চালু হল মাত্র ২-৩ মাসে। তাই ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে পড়ল মূলত সেই অসংগঠিত ক্ষেত্র। অনেকেই এটাও বুঝতে পারেন নি যে দেশের আর্থিক অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে সংগঠিত ক্ষেত্রেও ধাক্কা লাগবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংগঠিত শিল্প সমস্যায় জর্জরিত হল। প্রথমে যা নিয়ে লেখা শুরু হয়েছে।

এখন করণীয় কী

সরকার যা যা নতুন পলিসি নিচ্ছে তাতে জোড়ালো কোন শক্তি না-ও থাকতে পারে। অর্থনীতিবিদ জয়তী ঘোষ মনে করেন এখন দেশে প্রচুর আর্থিক রোজগার বাড়াবার জন্য সরকারের নজর দেওয়া দরকার। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। তাঁদের বাঁচাতে গেলে তাঁদের কাজ দিতে হবে, দিতে হবে আয় বাড়ানো ও ব্যয়ের সুযোগ। সরকারের এই ক্ষেত্রে বিশাল খরচ করতে যেন চিন্তা না করে। সাধারণের আয় বাড়ানোতেই ফিরতে পারে দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা।

শারদোৎসব বাংলার অর্থনীতির সহায়ক শক্তি

রাহুর দশা সত্ত্বেও রমরমা পুজোর বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশে এখন অর্থনীতির ঘোর সংকট চলছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৭০ বছরে দেশ এরকম অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি বলে জানিয়েছেন নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান রাজীব কুমার। আশ্বিন মাস চলছে। বাংলায় আপামর মানুষ এই একটা গোটা মাস ধরে পুজোকে ঘিরে তাদের জীবন প্রবাহকে চালিত করে। দেশের স্তিমিত অর্থনীতি বাঙালির শারদোৎসবকে কতটা প্রভাব ফেলবে তা আন্দাজ করা খুবই দুরূহ।

ধর্মকথায় রয়েছে, মা যেরকম হবেন, তাই দুর্গার রূপ। পরবর্তীতে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ এবং সাহিত্যের স্রষ্টারা দেশাত্মবোধের ক্যানভাসে নতুন রূপ দিলেন মা দুর্গার। অবন ঠাকুর আঁকলেন 'ভারতমাতা'। বাঙালির হৃদয়ে দুর্গার জায়গাটা সুখে, দুখে, আনন্দে, হরষে, বিষাদে জড়িয়ে রয়েছে। যতই বাধা বিপত্তিই আসুক শারদোৎসব বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়েই থেকে যাবে, এটা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং নানাপ্রকার সামাজিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে তখন যৌথ পরিবার গুলো ভেঙে যায়। বাড়ির পুজো গুলোতে ভাঁটা পড়ে। সেই সময় থেকেই উদ্ভব ঘটে সর্বজনীন পুজোর। জাঁকজমক ও বনেদিয়ানা কমে যায় বাড়ির পুজোতে। সামাজিক চাহিদার নিরীখে, ধর্মীয় ভাবাবেগের উদ্ভবে এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির নিবিড় মেলবন্ধনের সুবাদে পুষ্ট হয় সর্বজনীন পুজো। স্বাধীনতার কিছু পূর্বে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পকেটে টান পড়ার ফলে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা অর্থ ব্যবস্থায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। কিন্তু সর্বজনীন পুজোর উন্মাদনা এক নূতন সাজে রূপান্তরিত হয়। বদলে যাওয়া এই পরিস্থিতিটা সেই সময়কার থমকে যাওয়া

সমাজচিত্রটিকে ভেঙে চুরে একটা নতুন রূপ দেয়। সমাজের নিচুতলার মানুষরাও সর্বজনীন পুজোর আয়োজনে মেতে ওঠেন। মহিলারাও ঘরের অর্গল ছেড়ে দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠেন। এভাবেই সর্বজনীন দুর্গাপুজো প্রসারে, প্রচারে, আয়তনে এবং স্তরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

বনেদিয়ানার জৌলুসই ছিল তখনকার সময়ে বাড়ির পুজোতে প্রতিযোগিতার একমাত্র আঙ্গিক। তারই হাত ধরে রেষারেষি শুরু হয়ে যায় সর্বজনীন পুজোতেও। প্রতিমা, প্যান্ডেল, সাজসজ্জাতে অভিনবত্ব এনে শুরু হয়ে যায় টেক্কা দেওয়ার পালা। পুজোর তিন রাত ধরে জলসা, যাত্রা, নাটক প্রভৃতির ব্যবস্থা করে মানুষ বা দর্শকদের আকর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাক্ স্বাধীনতার সময় থেকে দুর্গাপুজো নিয়ে মাতামাতির শুরু। সেকারণেই আজকের 'শারদোৎসব'-এ আমরা যা দেখছি, তাকে 'অনৈক্যের' বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। দেশভাগের পর পুজোর চরিত্র আরও বদলে যেতে থাকে। পুজোর সময় বাজারে বিভিন্ন জিনিসের বিক্রি, ডিসকাউন্ট ইত্যাদিকেই সে সময় অর্থনীতির সূচক হিসেবেই ধরা হত। সেকারণেই দুর্গাপুজোকে অবশ্যই বাংলার অর্থনীতির একটি প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরা হয়। বাংলায় ডান-বাম শাসনেও দুর্গাপুজোর আবহতে একটুও চিড় ধরেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলার দুর্গাপুজো এমনই একটা পার্বন যার প্রভাবে সমস্যা, বাধা-বিপত্তি, গণ্ডগোল সব এক লহমায় ফিকে হয়ে যায়। এসময়ের থিম পুজোর প্রতিযোগিতা, উন্মাদনা —সবই এই সামাজিক উৎসবের একটি অঙ্গ। পুজোর সময় এই রাজ্যের অর্থনীতি কিভাবে ফুলে ফেঁপে যায়। তার হিসেবটা বণিকসভাগুলোর কাছে থাকে। ইদানীং জনগণের চাঁদায় পুজোর ব্যবস্থা করার রীতিটা ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। এখন নামকরা পুজোর পেছনে থাকে বিজ্ঞাপন দাতার আশীর্বাদ। এখন দুর্গাপুজো আর চারদিনে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন আইডিয়া বাজারে চালু হয়ে গিয়েছে। 'খুঁটিপুজো'। পুজোর একমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় উৎসব। চারদিনের বদলে ন্যূনতম এক সপ্তাহ ধরে চলে উৎসব। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়াতে সারা বছর ধরেই চলে বিভিন্ন আকর্ষণীয় জিনিসের বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনের আদলেই থাকে পুজোর গন্ধ। সুতরাং পুজোর বিক্রিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অর্থনীতি বা বৃদ্ধির হার ভালই।

দুর্গাপুজোর মত একটা উৎসবের উদাহরণ এই পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই, যা একটা বিপুল জনগোষ্ঠীকে এতটা প্রভাবিত করে এবং অর্থনীতিকেও সুফলা করতে পারে। ব্রাজিলের 'রিয়োকার্নিভাল', জাপানের 'হানামি', মিউনিখের 'অক্টোবর ফেস্ট', নিউ অরলিয়েন্সের 'মারডি গ্রাস' উৎসবগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জিডিপি-তে দেড় শতাংশ যোগান দেয়। আর দুর্গাপুজো অর্থনীতিটা এর চাইতে বেশি। বাংলার এই শারদোৎসবের তুলনা করতে হলে উল্লেখ করতে হয় পশ্চিমি দেশগুলোর 'ক্রিসমাস' বা চিনের 'নিউইয়ার'-এর সঙ্গে।

পুজো এসে গেছে। আশ্বিনের এই সময়টা বড় খুশিমাখা। ঢাকের বাদ্যি আর কাশের গুচ্ছশোভা সঙ্গে মনটাও পাখনা মেলে উড়ে যেতে চায়। পুজো মানেই অনাবিল আনন্দ। কিন্তু বাংলায় অনেকের ঘরেই সেই আনন্দের ছোঁয়া লাগে না। এবছর দেশে অর্থনীতির বেহাল অবস্থা। এর একটা প্রভাব পড়বেই। দোকান -বাজারে ভিড় কমেছে কিনা তা বলা সম্ভব নয়। কারণ এখন অনেকে অন লাইনে কেনার একটা ধুম পড়েছে। ই-কমার্স কোম্পানির হিসেব জুড়লে সেটা বোঝা যাবে। অর্থনীতি যেমন বদল হচ্ছে তেমনি ক্রেতারও কেনার কায়দা-কানুনও পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থনীতির বেহাল দশার জন্য উৎসবের কেনা-কাটা কম হচ্ছে না। কারণ এটা একটা মরশুমি উৎসব। যা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে। অর্থনীতির যতই খারাপ অবস্থা থাকুক, আজ এবং সামনের সময়গুলোতে বাঙালির পুজো উন্মাদনা বাড়বে বই কমবে না; এটা ধ্রুবসত্য।

ক বি তা

মুকুলের কবিতা

বঙ্কিম চ্যাটার্জি

আকাশটা কালো ছিল, ছিল না সুনীল।
রঙীন বলতে ছিল লাল এক তিল।।
রঙের প্রকারভেদে ছিল কিছু ভেদ,
অমিল দেখেই তারা করেছিল খেদ।
শুনেছিলো জ্বলেছিল আলো ফুলঝুরি।
কিছু ছিল লাল ফুল আধ-ফোটা কুঁড়ি।
কলিগুলো কোনোদিন ফুল দেখেনি।
পাতা ঝরা দেখেছিল কিছু শেখেনি।
সবাই স্বপন দেখে ফুল তবু ফোটে না।
কুঁড়ি পোকায় কাটে আর কিছু কাটে না।
শুনেছি রচিত হবে মুকুলেরই কবিতা।
রাতের আড়াল আছে অপ্রকাশ সবিতা।
আঁধারের বুকে যত জোনাকিরা জ্বলছে,
'এখানে মুকুল আছে' জ্বলে নিভে বলছে।
জোনাকিরা বলুক না কেউ কিছু শোনে না
স্বপ্নে প্রহর কাটে পল কেউ গোনে না
পোকারা কামড় দেয় খুন চুষে খায়
রাতের কালোর মাঝে কলি ঝরে যায়
ফ্যাকাসে শরীরগুলো দেখে লাগে ভয়
জন্মেই হলায় লাল নির্মূল প্রত্যয়।

শারদ ছন্দ

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য
শরৎ মেঘের আঁচল জুড়ে
নানা রং-এর খেলা,
তারই মাঝে ভেসে বেড়ায়
সাদা মেঘের ভেলা

সবুজ ঘাসের মাঠ জুড়ে ঐ
কাশ ফুলের সারি,
আকাশ জুড়ে যাচ্ছে উড়ে
সাদা বকের সারি।

শিউলি ভেজা উঠোন জুড়ে
রাঙা পায়ের ছাপ,
পদ্মফোটা পুকুর পাড়ে
শ্যাওলা সিঁড়ির ধাপ।

দূরে কোথাও ঐ শোনা যায়
মহালয়ার গান,
সেই সুরে বাজে মনে
আগমনীর তান।।

নতুন করে চেনা

অভিজিৎ সেন

ফিরে আসে শহরে শরীর,
নিঃশব্দ নির্বাসন, অকারণ শোকে।
মন ফিরে চায় বারবার,
হতভাগ্য এক অপরাধীর ছদ্মবেশে।
চেনা অফিস, অজানা কাজ—
ঘরে-বাইরে স্বল্প ব্যবধান।
মেট্রোর কাড়ে মেঠো গলিপথ,
সুড়ঙ্গে ধাবমান আলোক-প্রলাপ।
পায়ের চাপে একপেশে ফুটপাত,
জুতোর বাহার, ছাপ সাজায়।
গাড়ির চাকার ছেটানো জলে,
চলতি মানুষের মূল্য বোঝায়।
সবুজ প্রকৃতির মেঘে ছাই,
ধোঁয়া একরাশ বলে—বিদায়।
ডেসিবেল, শব্দে, মাত্রা ছাড়ায়,
আভিজাত্যের আলিঙ্গনে; কান পাতা দায়।
মেকি জ্যোৎস্নায় চাঁদের হাসি,
পূর্ণিমার খোঁজ রাখে—অমাবস্যায়।
ভোরের আলো ধোঁয়ায় কালো,
পরিযায়ী কূজন করে নকল,
চড়ুই কাকতুটির দল, বিচিত্র সুরে
কোকিলের ছন্দে ঘুম ভাঙায়।
মন্দ না, লাগছে ভালোই;
নতুন করে চেনা—শহরটাকে।
ফিরিয়ে আনছে কবিতার মধ্যে,
একাকীত্বের গন্ধ লেখার ফাঁকফোকরে।

স্টেডিয়াম

নায়ক রশিদ

জয়ের আনন্দে আফগানিস্তান টিম

চট্টগ্রাম-বাংলাদেশকে টেস্টে হারিয়ে দিল আফগানিস্তান। জয়ের নায়ক ২০ বছরের আফগান যুবক রশিদ খান। সবচেয়ে কম বয়সে ক্যাপ্টেন হয়ে অভিষেক টেস্ট জিতলেন রশিদ। দুইনিংস মিলিয়ে ১০৪ রান দিয়ে ১১ উইকেট পেয়েছেন এবং হাফ সেঞ্চুরিও করেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তান তিনটি টেস্ট খেলেছে। এই টেস্ট ম্যাচে শেষবারের জন্য খেললেন আফগানিস্তানের নবি।

টি-২০ তে ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে শেষ টি-২০ ম্যাচ হারার পরে সিরিজ ১-১ শেষ হয়। একটি খেলা বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়। পরের বছর আরও প্রস্তুতি নিয়ে ভারত টি-২০ খেলতে নামবে বলে জানিয়েছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি বলেন,কঠোর অনুশীলন করতে হবে সবাইকে।

কোহলির নামে স্ট্যান্ড

নয়াদিল্লি-এই মাঠেই খেলে তিনি বড় হয়েছেন। সেই মাঠেই তাঁর নামে নতুন প্যাভিলিয়ন স্ট্যান্ড হল। এসব দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন বিরাট কোহলি। ১২ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামের নামকরণ হল প্রয়াত মন্ত্রী অরুণ জেটলির নামে, উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসাথে কোহলির নামে নামকরণ করা হল একটি স্ট্যান্ডের। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেব সহ ভারতীয় দলের ক্রিকেট কোচ রবিশাস্ত্রী সহ অন্যান্য ক্রিকেটারেরা।

জুভেন্তাসের জয়

সেরিআ-সেরি-আ-তে ঘরের মাঠে নাপোলির বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ৪-৩ গোলে জয় পেল জুভেন্তাস। বলা ভাল, নাপোলির ডিফেন্ডার কালিডৌ কোলিবালির আত্মঘাতী গোল জুভেন্তাসের জয় নিশ্চিত করে দেয়। জুভেন্তাসের গোলদাতা রোনাল্ডো, দানিলো ও হিগুয়েন। রোনাল্ডোর গোলের দিকে যথেষ্টই রয়েছে, যার জন্য দর্শকরাও ভাল খেলা দেখছেন।

চোখে জল রোনাল্ডোর

ইংল্যান্ড-ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মর্গ্যানকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন পর্তুগিজ ফুটবল তারকা রোনাল্ডো। সাক্ষাৎপর্ব চলাকালীন পিয়ার্স রোনাল্ডোকে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখান। সেই ক্লিপে দেখানো হচ্ছিল রোনাল্ডোর বাবা প্রয়াত জোসে দিনিস অ্যাভেইরো ছেলের প্রশংসা করছেন। ছবি দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেন নি জুভেন্তাসের তারকা ফুটবলার। সাক্ষাৎকার থামিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। রোনাল্ডোর বাবা খুবই কম বয়সে মারা যান। সাক্ষাৎকারটি ছিল একঘন্টার।

তৃপ্ত রাসেল

বারবাডোজ-প্রথমবার বাবা হতে চলেছেন আন্দ্রে রাসেল। ইন্সটাগ্রামে ঘোষণা করেছেন, তার স্ত্রী এই প্রথম মা হতে চলেছেন। নিজেই বলেছেন, 'আমার জীবনে আরও একটি আশীর্বাদ এটা।'

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাঁচিতে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বাংলার এবারও জয়জয়কার। পুরুষ ও মহিলা সিনিয়র সহ মোট আটটি বয়সভিত্তিক বিভাগে ৪৭ সোনা, ২৯ রূপো, ২২টি ব্রোঞ্জ পেল বাংলা এবং চ্যাম্পিয়নও হয়েছে বাংলা। বাংলা পেয়েছে ৬১৩ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঝাড়খণ্ড।

হারলেন গুরুপ্রীত

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে গেলেন গুরুপ্রীত সিংহ। ৭৭ কেজি বিভাগে হারলেন বিশ্বের দু'নম্বর, সার্বিয়ার ভিক্টর নেমেসের বিরুদ্ধে। তবে ১৩০ কেজি গ্রেকো রোমান ইভেন্টে পদকের আশা জাগিয়ে রেখেছেন।

সিন্ধুর বিদায়

বেজিং-চিন ওপেনের দ্বিতীয় লড়াইতে তাইল্যান্ডের পর্ণপাওই চোচুওয়াঙের কাছে হারলেন সিন্ধু। তাঁর প্রশিক্ষক জানান, অলিম্পিকে সোনা জয়ের জন্যই লড়বে সিন্ধু।

পরলোকে কাদির

করাচি-৬ সেপ্টেম্বর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি লেগ স্পিনার আব্দুল কাদির (৬৩)। তাঁর মৃত্যুতে ক্রিকেট বিশ্বজুড়েই শোকের ছায়া। আব্দুল কাদিরের মৃত্যুতে ভারতের ক্রিকেটাররাও শোক জানিয়েছেন।

জিতলেন নাদাল

জয়ের পরে শুয়ে পড়েছেন নাদাল

ওয়াশিংটন-নাটকীয় এবং রুদ্ধশ্বাস জয়। প্রথম দুসেটে এগিয়ে থাকার পর দুটো সেট হেরে এবং শেষ সেটে আবার জয় ফিরে আসা কঠিন। সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গিতে খেলে ৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট ম্যাচের ফল গেল নাদালের পক্ষে। জিতলেন ১৯ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম। ফেডেরার জিতেছেন ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। নাদাল তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেরা ফাইনালটা হল নাদাল এবং দানিল মেদভেদেভের মধ্যে। মেদভেদেভ চলে এলেন চার নম্বরে। নাদালের জয়ে উচ্ছ্বসিত কিংবদন্তি বিলি জিন কিং থেকে রড লেভার।

বিদায় ফেডেরার

মনের দুঃখে কোর্ট ছাড়ছেন ফেডেরার

ওয়াশিংটন-যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এবার অঘটন শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দুই কিংবদন্তির পরিণতি দু'রকম হল। একজন হেরে ছিটকে গেলেন, অন্য জন পৌঁছে গেলে সেমি ফাইনালে। রজার ফেডেরার এবং সেরেনা উইলিয়াম। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ফেডেরারকে হারালেন বুলগেরিয়ার গ্রেগর ডিমিত্রভ। সবাই একে চেনেন বেবি ডিমিত্রভ নামে। পাঁচ সেটের ম্যাচে দু'সেটে পিছিয়ে পড়েও ফেডেরারকে ৩-৬,৬-৪,৩-৬,৬-৪,৬-২ হারালেন ডিমিত্রভ।

কাতারকে রুখে দিল ভারত

দোহা-ভারতীয় ফুটবলের একটা স্মরণীয় দিন। প্রি ওয়ার্ল্ডকাপ ম্যাচে ১০ সেপ্টেম্বর এশিয়ান কাপ জয়ী কাতারকে ঘরের মাঠে রুখে দিল ভারত। ফল ড্র। ফিফার ক্রম তালিকায় ফুটবলে ভারতের স্থান ১০৪। এই ড্রয়ের পর ভারতীয় কোচ ইগর স্টিমাচ বলেছেন, টিমের পারফরম্যান্স খুব ভাল। ভারতের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু অসাধারণ খেলেছেন।

জয়ী কাস্টমস

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে এরিয়ানকে ২-০ গোলে হারাল কাস্টমস। জোড়া গোল করেন ফিলিপ আজুকা। এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলে ১১ নম্বর থেকে ৭ উঠে এল কাস্টমস। অন্য একটি ম্যাচে সাদার্ন সমিতি বনাম এম এস এর খেলা গোলশূন্য হয়েছে।

ভারত ১০৪

নিজস্ব প্রতিনিধি-সদ্য প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় ফুটবল এখন একধাপ নেমে ১০৪ নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃত্রিম তুষারপাত

টোকিও-বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জাপানের রাজধানী টোকিয়োর গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বাড়ছে। জুলাই মাসে এই তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আগামী বছর জুলাই-অগস্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অলিম্পিক। তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নকল তুষারপাতের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষামূলকভাবে ১৩ সেপ্টেম্বর ক্যানোয়িং-এর ইভেন্ট চলাকালীন এই কৃত্রিম তুষারপাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আয়োজকরা চাইছেন গরমের জন্য প্রতিযোগীদের এবং দর্শকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়।

সিন্দুকে বিয়ের প্রস্তাব

তামিলনাড়ু-তামিলনাড়ুর রামানাথপুরম জেলার বাসিন্দা ৭০ বছরের মালাইস্বামী পি ভি সিন্ধুকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। জেলা কালেক্টরের কাছে আবেদনও জমা দিয়েছেন তিনি। সিন্ধুর খেলায় মুগ্ধ হয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। প্রতিবেশীদের দাবি, ওই বৃদ্ধ মানসিক বিকারগ্রস্ত।

মহিলা টেনিসে অঘটন

ট্রফি হাতে বিয়াঙ্কা আন্দ্রেস্কু

ওয়াশিংটন- 'সেরিনা উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলব এটা একদিনের স্বপ্ন নয়। বহুদিন ধরে এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছি।' যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রথম ফাইনালে নেমেই আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ২৩ হাজার দর্শকদের সামনে সেরিনাকে হারানোর পরে বিয়াঙ্কা আন্দ্রেস্কু ক্ষমাও চেয়ে নেন। ঘরের মাঠে দর্শকরা চেয়েছিলেন ২৩ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীর রেকর্ড দেখার জন্য। এবারও পারলেন না সেরিনা ২৪টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম ঘরে তুলতে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে কিংবদন্তি সেরিনা উইলিয়ামসকে ৬-৩, ৭-৫ হারানোর পরে ৩.১ মিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ২৭ কোটি টাকা) চেক হাতে পেলেন বিয়াঙ্কা। এবার নিশ্চয়ই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ নম্বরে উঠে আসবেন এই কানাডিয়ান তারকা। বিয়াঙ্কা এখন তাঁর দেশের রোল মডেল। তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে শহরের মেয়র তাঁর হাতে শহরের চাবি তুলে দিয়েছেন। কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর কোর্টে ফিরে বারবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে ব্যর্থ হওয়াতে হতাশ সেরিনা। বিয়াঙ্কার রিটার্নের প্রশংসা করেছেন সেরিনা। তাঁর ডাবল ফল্ট হয়েছে ১১টি।

ফেরারি-র ৯০ বছর পূর্তি। প্রদর্শনী মিলানের ডুয়োমো শহরে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কর্মসূচীর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

পরিমল উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রকে সম্বর্ধনা — নিজস্ব চিত্র

প্রাক পুজো প্রতিযোগিতার সাংবাদিক সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ — নিজস্ব চিত্র

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট আইনজীবী বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি — নিজস্ব চিত্র

শিবিরের অনুষ্ঠানে ছোটো শিশুর হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য — নিজস্ব চিত্র

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সদস্যরা — নিজস্ব চিত্র

স্বাধীনতা দিবসের রক্তদান উৎসবে রক্তদাতাকে উৎসাহ দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য — নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, ৬) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭) শৈলেন পাল, ৮) মালঞ্চ সাহা, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) অমল বোস, ১১) এস এস চন্দ, ১২) কবী মণ্ডল, ১৩) গোপাল সাহা, ১৪) আশীষ ভট্টাচার্য, ১৫) বনিতা দাস, ১৬) সুদীপা কর্মকার, ১৭) তপন ব্যানার্জি, ১৮) অশোক পাল, ১৯) আলোকনা সিকদার, ২০) প্রদীপ পাত্র, ২১) সৈকত মিত্র, ২২) সোনালি বিশ্বাস, ২৩) সন্ধ্যা সাহা, ২৪) পার্থ দাস, ২৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৬) সন্দীপ মিত্র, ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৮) রিঙ্কা বিশ্বাস, ২৯) অভিষেক কুমার মিত্র, ৩০) কানন কুমার মণ্ডল, ৩১) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩২) অদিতি মণ্ডল, ৩৩) নূপুর চ্যাটার্জি, ৩৪) রণিতা মিত্র, ৩৫) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ৩৬) দেবাশীষ দাস, ৩৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৮) অদিতি বসু, ৩৯) নমিতা পাল, ৪০) মধু শেঠ, ৪১) মধুমিতা পাত্র, ৪২) অরবিন্দ নন্দী, ৪৩) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪৪) পুলক শূর, ৪৫) রুদ্র রায়, ৪৬) ডা. পি. কর্মকার, ৪৭) তপন ঘোষ, ৪৮) তাপস ব্যানার্জি, ৪৯) টীতেশ ঘোষ, ৫০) অমিতাভ সিনহা, ৫১) মিল্পি রায়, ৫২) মৌমিতা ঘোষ, ৫৩) কাশীনাথ চন্দ (ইসলোক) ৫৪) শুভময় কুণ্ডু ৫৫) রেশমি নায়েক।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.